কালের কণ্ঠ

14 JAN 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

হালুয়াঘাট বাহির শিমুল উচ্চ বিদ্যালয়

নিলামে শিক্ষক নিয়োগ!

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ▷

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার আমতৈল ইউনিয়নের বাহির শিমুল উচ্চ বিদ্যালয়ে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই পন্থায় ইতিমধ্যে প্রধান শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একই প্রক্রিয়ায় সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা চলছে। চলতি মাসেই এ নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে বলে জানা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, যে যত বেশি টাকা দিতে পারেন, নিয়োগে তিনিই অগ্রাধিকার পান। কেউ কেউ এটিকে 'নিলাম পদ্ধতির' নিয়োগ বলছে। এ নিয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বাহির শিমুল উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় ৯০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক এ কে এম আব্দুস সালাম চৌধুরী গত ১৬ জুন যোগ দেন। তাঁর নিয়োগ নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় অভিভাবকরা চেয়েছিল, এই বিদ্যালয়েরই প্রবীণ কোনো শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়োগ পান পার্শ্ববর্তী ফুলপুর উপজেলার আব্দুস সালাম চৌধুরী। ওই সময়ে এই নিয়োগে কয়েক লাখ টাকার দফারফা ছিল বলে এলাকায় প্রচার রয়েছে। সেই ঘটনা এখনো স্থানীয় লোকজন বলাবলি করে।

বর্তমানে একই আলোচনা চলছে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, যে প্রার্থী বেশি টাকা দেবেন, নিয়োগ তাঁরই হবে। ইতিমধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরিকল্পনা থাকলেও সেটি চলতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে হতে পারে বলে জানা গেছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা প্রভাবশালী হওয়ায় স্থানীয়ভাবে কেউ মুখ খুলতেও সাহস পায় না। নাম প্রকাশে একাধিক ব্যক্তি বলেন, এ স্কুলের দুটি পদের নিয়োগের টাকার খেলার বিষয়টি একেবারে ওপেন সিক্রেট।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রধান শিক্ষক নিয়োগকালেই টাকা লেনদেনের অভিযোগ এনে এলাকায় প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং স্কুলের দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবক জাহাঙ্গীর আলম মীর। তিনি পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগও করেছিলেন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে। এ ব্যাপারে টেলিফোনে জাহাঙ্গীর আলম মীর কালের কণ্ঠকে বলেন, আগের প্রধান শিক্ষক অবসরে যাওয়ার পর একজন ভালো শিক্ষক নিয়োগের জন্য তিনি আরো কয়েকজন অভিভাবক নিয়ে কমিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু কমিটি তাঁদের কথা শোনেনি। তাঁর অভিযোগ, কমিটি ১০ লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে বর্তমান প্রধান শিক্ষককে নিয়োগ দেয়। জাহাঙ্গীর আলম মীর আরো বলেন, টাকা লেনদেনের এ ঘটনা এলাকার সবাই জানে। তিনি বলেন, এর প্রতিবাদ করার কারণে স্কুলের সভাপতি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে পুলিশ দিয়ে হয়রানিও করতে চেয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর আলম মীর অভিযোগ করেন, এবার সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও ইতিমধ্যে চার লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম চৌধুরী বলেন, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল বলেই তাঁর নিয়োগ হয়েছে। যারা নিয়োগ পায়নি, তারাই এ ব্যাপারে অপপ্রচার করছে। তিনি বলেন, তিনি কোনো টাকা দিয়ে নিয়োগ নেননি। আর আসন্ন সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগেও কোনো টাকা নেওয়ার ঘটনা ঘটবে না বলে তিনি জোর দিয়ে দাবি করেন।

বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব আমতৈল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও হালুয়াঘাট কলেজে ছাত্রলীগ থেকে ভিপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে হাবিবুর রহমান বলেন, তিনি রাজনীতি করেন। তাঁর অনেক প্রতিপক্ষ আছে। তারাই এসব কথা রটাচ্ছে। সম্পূর্ণ সরকারি বিধি অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। একইভাবে নিয়মানুযায়ী সহকারী প্রধান শিক্ষকও নিয়োগ হবে।